[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শাহের ছেলে আশরাফুল ইসলাম ইন্টু (৩১), গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের কামরুজ্জামানের ছেলে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের উপ-স্কুল বিষয়ক সম্পাদক রেদানুর জামান (২০), গাংনী পৌরসভার ভিটাপাড়া এলাকার জালাল উদ্দিনের ছেলে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আনোয়ার আহম্মেদ রমিন (২৮) এবং একই এলাকার আব্দুল খালেক দেওয়ানের ছেলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রেজাউল করিম (২৮)।

এদের মধ্যে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রেজাউল করিমকে সদর থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বাকি তিনজনকে গাংনী থানা পুলিশ গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃতরা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি।

শনিবার দিবাগত রাত থেকে রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

আজ রবিবার (৩০ মার্চ) দুপুরে গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাদের আদালতে নেওয়া হলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড সভাপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে শনিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার

বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত আসামি হলো, টেংরামারী ০৯ নং ওয়ার্ডের মৃত জানারুল মোল্লার ছেলে টেংরামারী ০৯ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও বর্তমান মেম্বার মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন (৪২)।

গ্রেফতাকৃতকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

আসামি ভিডিও কলে দেখাচ্ছেন বাড়িতে, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। ভিডিও কল করে গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুলিশ বলছে, তিনি পলাতক রয়েছেন। এ নিয়ে জেলাজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা মেসেঞ্জার-হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও কলে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে যায় স্থানীয় থানা পুলিশের সদস্যরা। তবে সেখানে তাকে খুঁজে পায়নি পুলিশ।

অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। মিঠু মালিথার বিরুদ্ধে গত ৪ আগস্ট কালীগঞ্জে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। গত ৫ আগস্ট থেকে সে পলাতক রয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এ খবর স্থানীয়রা জানতে পেরে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে। পরে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে আজ রবিার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়া।

এদিকে সংবাদ সম্মেলন চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে দাবি করেন, ‘আমি কোথাও পালায় নি। আমি আমার গ্রামের বাড়িতেই আছি। ভিডিও কলে তিনি বাড়িতে থাকার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।’

সাংবাদিকদের ভিডিও কলে বাড়িতে থাকার সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর থেকে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে। দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাড়িতে থাকার ভিডিও দেখালেও পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন,‘স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথা বাড়িতে আছে এটা গুজব। বিভ্রান্তি ছড়ানের জন্য সে এমনটা করতে পারে। পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়েছিল তাকে খুঁজে পাইনি।’

তিনি আরো বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে আমাদের থানায় দুটি মামলা আছে। শুনেছি ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ৫ আগস্টের পর থেকেই পলাতক রয়েছে।’

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে

পালাতে সহযোগিতা করলেন বিএনপি নেতা

ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথাকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগসহ মিঠু মালিতার বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় দুইটি ও ঢাকায় একটি মামলা রয়েছে।

জানা গেছে, গত ৫ আগস্টেও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অঅওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে মিঠু পলাতক ছিলেন। সবশেষ গত কয়েকদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের এ নেতা জেলার মহেশপুরে অবস্থান করছিলেন। ওই এলাকায় থাকার সময়ে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার আশ্রয়ে থাকতেন তিনি। স্থানীয় কয়েকজন বিএনপি নেতা জিয়ার অফিসে তাকে বসতে দেখেছেন বলে জানান।

গত শুক্রবার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিতা। খবর পেয়ে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে স্থানীয় জনতা। পরে বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে পালাতে সহযোগিতা করে। এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক বাসিন্দা জানান, ৫ আগস্টের পরে মহেশপুর উপজেলা পরিষদের সামনে কয়েকদিন মিঠু মালিথাকে দেখেছেন। বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার সঙ্গে বেশ সখ্যতা আছে মিঠু মালিথার। ৪ দিন আগেও বিএনপি নেতা জিয়ার সঙ্গে তাকে মহেশপুরে দেখা গেছে।

জেলা কৃষকদলের সদস্য মোহাম্মদ উল্লাহ শাওকী তার ফেসবুক আইডিতে লেখেন, ‘৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর মহেশপুর বর্ডার দিয়ে একাধিক ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীরা ভারতে পালিয়ে গেছে বলে গেছে বলে জানা গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ সদস্য হাফিজুলের বাড়িতে পাচারের জন্য প্রস্তুত ছিল জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি,

কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিন্টুর ক্যাডার নামে পরিচিত মিঠু মালিথা। খবর পেয়ে এলাকার জনসাধারণ বাড়িটা ঘিরে ফেলে এবং তাকে পুলিশে দেওয়ার জন্য খবর দেয়। কিন্তু আগেই খবর পেয়ে শীর্ষস্থানীয় সুবিধাভোগী নেতারা দ্রুত সেখানে ছুটে যায় এবং জনগণের কাছ থেকে মিঠু মালিথাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে পালাতে সাহায্য করে। এ ঘটনায় প্রশাসন কেন নীরব ভূমিকা পালন করছে তা রহস্যজনক।’

মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, ‘৫ আগস্টের পর মিঠু মালিথার সঙ্গে মহেশপুর শহরে কয়েকবার দেখা হয়েছে। শুনেছি তিনি এখানে তার খালাতো ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাকে ভারতে পালাতে আমি কোনো সহযোগিতা করিনি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘বোয়ালিয়া গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা অবস্থান করছিলেন এমন খবর স্থানীয়রা জানায়। পরে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে তাকে পাইনি।’

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়কসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দমনে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত অপারেশন ডেভিল হান্টের পঞ্চম দিনে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতিসহ আওয়ামীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন, গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আওয়ামীলীগের ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল(৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও শিবপুর গ্রামের শরিয়ত শেখের ছেলে আরজ আলী(৫০), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোঃ আলতাফ হোসেন(৪৮), মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও একই গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ রাসেল আহমেদ(৩১)। গ্রেফতারকৃতরা মুজিবনগর থানার মামলা নং ০১, তারিখ ৬/০৯/২৪ ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় আসামি। মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সুরোজ মিয়া বাদী হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, উপজেলার সানঘাট গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম(৩০), তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/ ৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪, একই উপজেলার যুবললীগ নেতা রাধাকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সহিব উদ্দীনের ছেলে মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন(৩৫) ও খেদমত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মো: সাগর (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা গাংনী থানা মামলা নাম্বার ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪ রয়েছে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার হারু শেখের ছেলে মোঃ সোহেল শেখ। তার বিরুদ্ধে সদও থানার মামলা নং ২২, তারিখ ২০/০৩/২০ ইং, জিআর মামলা নং ৭০/২০ ইং, ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনীর ১৯ (ক)।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে।